কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 24 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট

গবেষণায় বরাদ্দ ১২ কোটি টাকা

রফিকুল ইসলাম ▷

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুধু জ্ঞান-বিতরণ নয়, জ্ঞান-সৃজনও। আর এর জন্য দরকার গবেষণা। কিন্তু এ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী অর্থবছরের বাজেটে গবেষণা খাতে বরাদ্দ মাত্র ১২ কোটি টাকা। একজন শিক্ষকের জন্য বরাদ্দ মাত্র ৬০ হাজার টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৬৪ কোটি ১১ লাখ টাকার বাজেটে গবেষণা খাতে এ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে বাজেট প্রস্তাব পাস হয়েছে।

বাজেটের ৬০৬ কোটি ৯১ লাখ টাকা (৯১.৬১ শতাংশ) সরকারি বরাদ্দ। নিজস্ব আয় থেকে বরাদ্দ ৪১ কোটি টাকা (৬.১৭ শতাংশ)। ঘাটতি ১৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা (২.২১ শতাংশ)।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক গবেষণা করেন না। ক্লাসে-দপ্তরে নিয়মিত হাজিরা দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেন অধিকাংশ শিক্ষক। হাতে গোনা কিছু শিক্ষক গবেষণা করেন। তাঁরা বলেন, নিজস্ব আয় বাড়ার সুযোগ নেই। সরকারি বরাদ্দ কম পাওয়ায় গবেষণা খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হয় না।

শিক্ষকরা বলছেন, গবেষণা খাতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। গবেষণাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব। প্রকাশনা, গবেষণা না থাকলে বিশেষত্ব হারাবে বিশ্ববিদ্যালয়। অর্থের অভাবে মাঝপথে গবেষণা থেমে গেছে—এমন অনেক নজির আছে।

বাজেট বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ৬৬৪ কোটি ১১ লাখ টাকার মধ্যে ৫৪৮ কোটি ১৫ লাখ টাকা শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বেতন ও পেনশনের জন্য (প্রায় ৮২.৫ শতাংশ), শিক্ষা-সহায়ক ও গবেষণা কাজের জন্য ৬০ কোটি ৮১ লাখ টাকা (৯.১৬ শতাংশ)। শুধু গবেষণা বাবদ বরাদ্দ ১২ কোটি ১৬ লাখ টাকা (১.৮৩ শতাংশ)। সাধারণ কার্যক্রম ও বিবিধ খাতে বরাদ্দ ৭.১২ শতাংশ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১.৩৬ শতাংশ। চলতি বছরের ৪২৪ কোটি ৫০ লাখ টাকার বাজেটে গবেষণায় বরাদ্দ রয়েছে চার কোটি ৫০ লাখ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত হিসাব পরিচালক আশরাফ উদ্দিন বলেন, আগামী অর্থবছরের জন্য সরকারের কাছ থেকে পর্যাপ্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে। শিক্ষা-সহায়ক ও গবেষণার কাজে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান বলেন, গবেষণায় বরাদ্দ খুবই কম। গবেষণাই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি। এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো দরকার। বিজ্ঞানের কোনো গবেষণায় এক কোটি টাকা বা তারও বেশি খরচ হতে পারে।